মধ্য বাংলার লক্ষণ

MADHYA BANGLAR LAKSHAN

Ranjoy Saha
Asstt. Professor
Nawgong Girls' College
Nagaon (Assam)

মধ্য স্তরের বাংলা ভাষার মধ্যে দুটি সুস্পষ্ট উপস্তর দেখা যায়, আদি-মধ্য আর অন্ত্য-মধ্য। আদি-মধ্য বাংলার স্থিতিকাল আনুমানিক ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ড. সুকুমার সেনের মকে আদি-মধ্য বাংলার স্থিতিকাল ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। আদি-মধ্য বাংলার নিদর্শন বলতে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থকেই মূলত অবলম্বন করা হয়।

অন্ত্য-মধ্য বাংলার স্থিতিকাল ১৫০০ হতে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। সুকুমার সেনের মতে অন্ত্য-মধ্য বাংলার স্থিতিকাল ১৬০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, তবে তিনি বলেছেন যে এই কালসীমা অত্যন্ত আনুমানিক। ড. রামেশ্বর শ'র মতে কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর সালটিকেই (১৭৬০) মধ্যযুগের সমাপ্তিলগ্ন বলে চিহ্নিত করা যায়। পদাবলি সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, মুসলমানি সাহিত্য, শাক্ত পদাবলিতে অন্ত্য-মধ্য বাংলার বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়।

আদি-মধ্য বাংলার প্রধান ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. আ-কারের পরস্থিত ই-কার ও উ-কার ধ্বনির ক্ষীণতা এবং পাশাপাশি দুই স্বরধ্বনির স্থিতি। যেমন- বড়াই > বড়াঁই, আউলাইল > আঁউলাঁইল।

২. মহাপ্রাণ নাসিক্যের মহাপ্রাণতার লোপ অথবা ক্ষীণতা অর্থাৎ 'হ (ন্হ) > ন', এবং 'হ্ম (ম্হ) > ম' । যেমন- কাহ্ন > কান, আহ্মি > আমি।

৩. নাসিক্য ব্যঞ্জনের যোগে গঠিত যুক্ত ব্যঞ্জনের সরলীভবন আদি-মধ্য বাংলার একটি বৈশিষ্ট্য। যেমন- কান্তি > কাঁতি, ঝাম্প > ঝাঁপ।

৪. আনুনাসিক ধ্বনির ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'। যেমন - মোঁ, হআঁ, কৈলোঁ ইত্যাদি।

৫. উচ্চারণে হ্রস্ব-দীর্ঘ প্রভেদ ছিল খুব কম। সেইজন্য একই শব্দ ই ও ঈ-কার উ ও ঊ-কার দিয়ে লেখা হয়েছে। যেমন- আঁখি / আঁখী, দুতি / দূতী ইত্যাদি।

৬. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' যুক্ত ব্যঞ্জনের একটি ব্যঞ্জন অনেক সময় লোপ পেয়েছে। যেমন- স্তন > তন, স্বামী > সামী ইত্যাদি।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. [- রা] বিভক্তি যোগে সর্বনামের কর্তৃকারকের বহুবচন পদ সৃষ্টি। যেমন- আহ্মারা, তোহ্মারা, তারা।

২. [-ইল] - অন্ত অতীতের এবং [-ইব] - অন্ত ভবিষ্যতের কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ। যেমন- "মো শুনিলোঁ" (আমি শুনলাম), "মোহি করিবোঁ" (= মুই করিব)।

৩. অসমাপিকার সঙ্গে 'আছ্' ধাতুর যোগে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠন। যেমন- লইছে < লই + (আ)ছে,

৪. যথাক্রমে বক্তার প্রাতিমুখ্য ও আভিমুখ্য বুঝাতে 'গিয়া' ও 'সিয়া' (< আসিয়া), এই দুই অসমাপিকার ক্রিয়াপদে অনুসর্গরূপে ব্যবহার। যেমন- দেখ গিয়া > দেখ-গে, দেখ সিয়া > দেখ সে।

৫. পঞ্চমী বিভক্তির বদলে 'হৈতে' অনুসর্গের ব্যবহার। যেমন- 'আজি হৈতে আহ্মারা হৈলাহোঁ একমতী'।

৬. অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তিরূপে [-ত,-তে,-এ] ব্যবহৃত হত। যেমন 'বাটত সুজিআঁ দান', 'সিসতে সিন্দর', 'মদনবাণে পরাণে আকুলী ল' ইত্যাদি।

৭. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' অক্ষরবৃত্ত রীতির পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের সার্থক ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

অন্ত-মধ্য বাংলার প্রধান ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. পদান্তে একক ব্যঞ্জনের পরবর্তী অ-কারের লোপ। যেমন- দাস্, ভাৎ, রাম্, বট্-গাছ্ কিন্তু- শক্ত, গোবিন্দ।

২. আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের ফলে মধ্যস্বরের লোপ। যেমন- হল্‌দি, ভাব্‌না, গাম্‌ছা।

৩. 'ই','উ' ধ্বনির অপিনিহিতি (অথবা বিপর্যাস)। এর ফলে 'ই' বা 'উ' পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের পূর্বে উচ্চারিত হয়েছে। যেমন- কালি > কাইল, আজি> আইজ ইত্যাদি।

৪. অপিনিহিত (বা বিপর্যস্ত) ধ্বনির লোপ। যেমন- কালি > কাইল > কাল, মাগু > মাউগ > মাগ ইত্যাদি।

৫. অপিনিহিতি (বা বিপর্যাস)-জাত অথবা অন্য দ্বিস্বরের সন্ধি। যেমন- করিয়া > কইরা > ক'র‍্যা; জাতি এর > জাইতের > জাতের > জেতের।

সন্ধির অথবা লোপের পর অভিশ্রুতি। যেমন- করিয়া > কইরা > *ক'রা > কোরে; পাতিয়া > *পাইতা > পাত্যা > পেতে।

৬. সাধু ও চলিত ভাষায় 'ঢ়'-কারের এবং 'ন্হ', 'ম্হ' এই দুই নাসিক্য মহাপ্রাণের মহাপ্রাণতার লোপ। যেমন- বুঢ় > বুড়, আহ্মার > আমার, কাহ্ন > কান।

৭. -ইআ > এ্যা, -এ'; -উআ > -ও। যেমন- বানিয়া > বান্যা > বেনে এই পরিবর্তন অষ্টাদশ শতকে প্রকট।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. বিশেষ্য কর্তার বহুবচন [-রা] বিভক্তি এবং নির্দেশক বহুবচনে [-গুলা, -গুলি] বিভক্তি। তির্যক্, কারকের বহুবচনে [-দি, -দিগ] বিভক্তি। [-দিগ] বিভক্তি সপ্তদশ শতাব্দের মধ্যভাগের আগে দেখা যায়নি। এই বিভক্তিগুলি আসলে পদ ছিল।

২. [-ইউ] অন্ত কর্মভাব- বাচ্যের অনুজ্ঞার লোপ।

৩. [-ইল] এবং [-ইব] -অন্ত ক্রিয়াপদের সম্পূর্ণভাবে কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ। যেমন- তেঁ করিব (= তেন কর্তব্যম্)> সে করিবে (= সঃ *কর্তব্যঃ)।

৪. 'আছ্' (সং 'অস্') ধাতুর যোগে বহুভাষিত (বা যৌগিক) কালের বহুল প্রয়োগ। যেমন- আসিছি (= আসিতেছি, আসিয়াছি), আসিতেছে, আসিয়াছিল ইত্যাদি।

৫. সংস্কৃত তৎসম শব্দের নামধাতুর রূপে ব্যবহার ষোড়শ শতাব্দের রচনায় বেশ দেখা যায়। অন্ত্য মধ্য বাংলায়ও এমন প্রয়োগ যথেষ্ট রয়েছে। যেমন- অনুব্রজি (অনুগমন করে), নমস্কারিলা, সান্ত্বাইব (সান্ত্বনা দিব) ইত্যাদি।

৬. বহু পরিমাণে আরবি ফারসি (সেই সঙ্গে অল্পস্বল্প তুর্কি) এবং শেষের দিকে কিছু পরিমাণে পর্তুগিস শব্দের প্রবেশ।

৭. বৈষ্ণব কবিতায় ব্রজাবুলি ভাষার ব্যবহার।

৮. [-র], [-এর]- ছিল ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন। যেমন- 'শুনিয়া ভাড়ুর বোল'।

৯. [-য়], [-এ]- ছিল সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন। যেমন- 'উই চারা খাই বনে জাতিতে ভালুক'।

১০. এই সময়ে বাংলা সাহিত্যে অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দেরই জয় জয়কার।

****